

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

220690 - হদোয়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থেকে

প্রশ্ন

কভিবে আমরা আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয়) ও তাঁর বাণী:

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা হদোয়তে দনে) এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আল্লাহ আমাদরেকে যে ফতিরাতরে উপর সৃষ্টি করছেন আমি সে ফতিরাতরে উপর থাকার চেষ্টা করি এবং তিনি যা কছির উপর ঈমান আনতে আমাদরেকে আদশে করছেন সগেলোর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করি। কিন্তু ইদানিং আমার কাছে এই বিষয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা আসা শুরু হয়েছে। তাই আমি এ বিষয়ে জবাব পতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

তাওফিকি ও হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে হদোয়তে দতি চান তাকে হদোয়তে দনে; আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটা আল্লাহর পথনির্দেশে, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা হদোয়ত করেন। আল্লাহ্যাকে বিভিন্ন করে তার কোন হদোয়তকারী নাই।"[সূরা যুমার, ৩৯:২৩] তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ্যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে রাখেন।"[সূরা আনআম, ৬:৩৯] তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ্যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদরেকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতগ্রস্ত।"[সূরা আল-আরাফ, ৭:১৭৮]

একজন মুসলিম তার নামাযে দোয়া করে: "আমাকে সরল পথে অটল রাখুন।"[সূরা ফাতহা, ১:৬] যহেতে বান্দা জানে যে,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তা সত্ববেও বান্দা হদোয়তেরে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে আদর্শিত। ধরৈয় রাখা, অবচিল থাকা এবং সরল পথে পথচলা শুরু করতে আদর্শিত। কারণ আল্লাহ্তাককে প্রোজ্জ্বল ববিকে-বুদ্ধিদিয়েছেন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন; যা দিয়ে সবে ভাল কথিবা মন্দ, হদোয়তে কথিবা পথভ্রষ্টতা নরিবাচন করতে পারে। যদি বান্দা প্রকৃত উপকরণগুলো ব্যবহার করে এবং আল্লাহ্তাককে হদোয়তে দনি এর জন্য সচেষ্ট থাকে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সবে তাওফিকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্তাআলা বলেন: "এভাবেই আমি একদলকে আরেকদল দ্বারা পরীক্ষা করছি; কনেনা তারা বলতে পারত, 'আল্লাহ্কা আমিদের মধ্য থেকে এদেরকেই অনুগ্রহ করলনে?' কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহ্ই কি সবচয়ে বশী অবগত নন?" [সূরা আনআম, ৬:৫৩]

এই যবে মাসয়ালাটি কিছু কিছু মানুষের কাছে জটলিতা তরী করে সটো নিয়ে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) দীর্ঘ আলোচনা করছেন; তিনি বলেন: "যদি সব কিছু উৎস হয় আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছা এবং সব কিছু তাঁর হাতেই থাকে তাহলে মানুষের পথ কী? যদি আল্লাহ্তাআলা মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়া ও হদোয়তে না-পাওয়া তাকদীরে রাখনে তাহলে মানুষের উপায় কী? আমরা বলব: এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ্তাআলা কবেল তাকদীরে হদোয়তে দান করনে যবে হদোয়তে পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাকদীরে পথভ্রষ্ট করনে যবে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ্তাআলা বলেন: "কনিতু তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ্ও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দলিনে।" [সূরা আছ-ছফ, ৬১:৫] তিনি আরও বলেন: "অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙগরে কারণে আমি তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠনি করছি। তারা শব্দসমূহের সঠিক অর্থ বকিত করে। তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তারা ভুলে গিয়েছে।" [সূরা আল-মা'ইদাহ, ৫:১৩]

আল্লাহ্পরসিকারভাবে উল্লেখ করছেন যবে, তিনি যবে বান্দাকে পথভ্রষ্ট করছেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কারণ সবে বান্দার পক্ষ থেকেই। বান্দা তবে জানে না আল্লাহ্তার তাকদীরে কী রেখেছেন। যবেতু তাকদীরকৃত বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার পর সবে তাকদীরের কথা জানতে পারে। সবে জানে না যবে, আল্লাহ্কা তাকে পথভ্রষ্ট হিসেবে তাকদীরে রেখেছেন; নাকি হদোয়তেপ্রাপ্ত হিসেবে? সুতরাং সবে নজিবে ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করে কনে আপত্তি আরোপ করবে যবে আল্লাহ্ই তার জন্য সটো চয়েছেন! তার জন্য কী এটাই উপযুক্ত ছিল না যবে, সবে নজিবে হদোয়তেরে পথে চলবে এবং এরপর বলবে: নশিচয় আল্লাহ্আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন।

এটা কী তার জন্য সমীচীন যবে পথভ্রষ্ট হওয়ার ক্ষতেরে সবে জাবারিয়া (নয়িতবাদী) হবে, আর আনুগত্যের সময় সবে কাদারিয়া (তাকদীর অস্বীকারকারী) হবে! কক্ষনবে নয়, পথভ্রষ্টতা ও গুনাহর ক্ষতেরে কনেন মানুষের জাবারিয়া হওয়া সমীচীন নয় যবে, পথভ্রষ্ট হয়ে কথিবা গুনাহ করে সবে বলবে: এটি আমার জন্য লখো ছিল ও তাকদীরে ছিল, আল্লাহ্আমার জন্য যা ফয়সালা করে রেখেছেন সটো থেকে বরে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

প্রকৃতপক্ষে মানুষেরে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। রযিকিরে বিষয়টির চয়ে হদোয়তেরে বিষয় অধিক প্রচ্ছন্ন নয়। সকলেরে কাছেই সুবাদিতি য়ে, মানুষেরে রযিকি পূর্বনির্ধারণতি (তাকদীরকৃত)। কনিতু তা সত্বেও মানুষ রযিকি লাভেরে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার চেষ্টা কর়ে; নজিরে দশে থেকে, বদিশে গয়ি, ডানে, বামে। কটে নজি বাড়ীতে বসে থেকে বলে না য়ে: আমার জন্য য়ে রযিকি নির্ধারণ করা আছে সটো আমার কাছে আসবই। বরং রযিকি লাভেরে উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা কর়ে। অথচ রযিকিরে সাথে আমলেরে কথাও আছে; য়মেনটি হাদসি সাব্যস্ত হয়ছে।

নকে আমল বা বদ আমল করা য়মেন লপিবিদধ ঠকি তমেনি রযিকিও লপিবিদধ। তাহলে দুনিয়ার রযিকি তালাশ করার জন্য আপনি ডানে যান, বামে যান, পৃথিবীতে ঘুরে বড়োন; অথচ আখরিতেরে রযিকি তালাশ করা ও চূড়ান্ত সুখ লাভে সফল হওয়ার জন্য আপনি নকে আমল করবনে না!!

অথচ দুটো একই ধরণেরে। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নই। আপনি য়মেন রযিকিরে জন্য চেষ্টা করনে, নজিরে জীবন ও বয়সকে প্রলম্বতি করার প্রচেষ্টা করনে: আপনি অসুস্থ হলে পৃথিবীর আনাচকোনাচে ভাল ডাক্তারেরে অনুসন্ধান করনে য়নি আপনার রোগেরে চিকিৎসা দতি পারবে। অথচ আপনার আয়ু যতটুকু নির্ধারণ করা আছে তার চয়ে একটুও বাড়বে না, কথিবা কমবে না। আপনি তো এর উপর নির্ভর করে বসে থাকনে না এবং বলনে না য়ে, আমি অসুস্থ হয়ে আমার ঘরে পড়ে থাকব; আল্লাহ্যদি আমার আরও দীর্ঘ হায়াত নির্ধারণ করে রাখনে (তাকদীরে রাখনে) তাহলে হায়াত দীর্ঘায়তি হবই। বরং আমরা দেখতে পাই য়ে, আপনি আপনার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করনে, সন্ধান করনে য়াতে করে এমন কোন ডাক্তার খুঁজে পান য়ার হাতে রোগ থেকে সুস্থ হওয়া আল্লাহ্ননির্ধারণ করে রেখেছে।

তবে আপনার আখরিতেরে ও সৎকর্মেরে পন্থা কনে দুনিয়ার কর্মপন্থার মত হয় না? ইতপূর্ববে আমরা উল্লেখ করেছি য়ে, ক্বায়া বা আল্লাহ্র ফয়সালা হচ্ছে এমন এক গোপন গুঢ় রহস্য য়া জানা সম্ভবপর নয়।

এখন আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে:

- এক পথ আপনাকে নিরাপত্তা, সফলতা, সুখ ও সম্মানে পৌঁছাবে।
- অপর পথ আপনাকে ধ্বংস, অনুতপ্ততা ও অসম্মানে পৌঁছাবে।

আপনি এখন এ দুটো রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনি স্বাধীন। এমন কটে নাই য়ে আপনাকে ডানেরে রাস্তায় চলতে বাধা দবি কথিবা বামেরে রাস্তায় চলতে বাধা দবি। আপনি চাইলে এই পথেও য়তে পারনে এবং ঐ পথেও য়তে পারনে।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে য়ে, মানুষ তার স্বনির্বাচতি কর্মে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অর্থাৎ সে তার দুনিয়াবী কর্মে যতোবো স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারে; অনুরূপভাবে সে তার আখিরাতের পথেও এভাবে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। বরং আখিরাতের পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চয়ে আরো বেশী সুস্পষ্ট। কারণ আখিরাতের পথগুলোর বর্ণনাকারী আল্লাহ তাআলা নজি; তাঁর নাযলিকৃত গ্রন্থে ও তাঁর রাসূলরে মুখে। তাই আখিরাতের পথগুলো দুনিয়ার পথগুলোর চয়ে অধিক স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তা সত্বেও মানুষ দুনিয়ার পথগুলো ধরে অগ্রসর হয়; যার ফলাফল গ্যারান্টি নাই। কিন্তু আখিরাতের পথগুলো বর্জন করে; অথচ সগেলোর ফলাফল গ্যারান্টিযুক্ত ও সুবদিত্তি; কেননা এর ফলাফল আল্লাহর প্রতশিরুত। আল্লাহ তাঁর প্রতশিরুত ভঙ্গ করেন না।

এই আলোচনার পর আমরা বলব: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই আকদিক প্রতশিঠতি করছেন। তারা তাদের আকদি-বিশ্বাস এভাবে ঠিকি করছেন যে, মানুষ নজি ইচ্ছায় তার কর্ম করে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে কথা বলে। কিন্তু তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার আল্লাহর ইচ্ছা ও অভপিরায়ের অনুবর্তী।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঈমান রাখে যে, আল্লাহর অভপিরায় তাঁর হকেমত (প্রজ্ঞা)-র অনুবর্তী। আল্লাহর তাআলার হকেমত বর্জতি কোন অভপিরায় নাই; বরং তাঁর অভপিরায় তাঁর হকেমতের অনুবর্তী। কেননা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে রয়েছে **الحَكِيم** "আল-হাকীম" (বিচারক, নপিণ ও প্রজ্ঞাবান)। "আল-হাকীম" হচ্ছে— যনি সবকছির অসত্ভিগত ও আইনগত সিদ্ধান্ত দনে এবং কর্ম ও সৃষ্টির দিক থেকে সবকছিকে নপিণভাবে সম্পাদন করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে যার জন্য ইচ্ছা হদোয়তে নরিধারণ করে রাখনে, যার ব্যাপারে জাননে যে সে সত্যকে গ্রহণ করতে চায় ও তার অন্তর সঠিকি পথে আছে এবং যে এমন নয় তার জন্য পথভ্রষ্টতা নরিধারণ করে রাখনে, যার কাছে ইসলামকে পশে করা হলে তার অন্তর সংকুচতি হয়ে পড়ে যনে সে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা এমন ব্যক্তির হদোয়তেপ্রাপ্ত হওয়াকে অস্বীকার করে; তবে যদি না আল্লাহ তাআলা তাঁর সংকল্পকে নবায়ন করেন এবং তাঁর পূর্ব ইচ্ছাকে অন্য কোন ইচ্ছা দিয়ে পরবির্তন করে ননে। আল্লাহ তাআলা সর্ব বশিয়ে ক্বমতাবান। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হকেমত (প্রজ্ঞা)-র দাবী হচ্ছে— হতুর ফলাফল সাথে সম্পৃক্ত থাকা। "[রসিলা ফলি কাযা ওয়াল ক্বাদর (পৃষ্ঠা-১৪-২১) থেকে সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

একজন মুসলমি ক্বাযা ও ক্বাদর (ভাগ্য ও নয়িতা)-এর বশিয়টি যে কর্মেরে দায়ত্ব তাকে দেয় হয়েছে তার সাথে এভাবেই বুঝে থাকে। যে কর্মেরে উপর তার সুখ ও দুঃখ নরিভর করে। হদোয়তেপ্রাপ্তি ও জান্নাতে প্রবশেরে কারণ হচ্ছে— নকে আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এই হল জান্নাত; তোমাদের কর্মেরে প্রতদিনে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।" [সূরা আরাফ, ৭:৪৩] তনি আরও বলেন: "তোমরা যসেব (ভাল) কাজ করতে তার প্রতদিনস্বরূপ জান্নাতে প্রবশে কর।" [সূরা নাহল, ১৬:৩২] আর পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামেরে প্রবশেরে কারণ হচ্ছে— আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো। জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তারপর অন্যায়কারীদেরকে বলা হবে, 'চরিন্তন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা যা উপার্জন করত ততোমাদেরকে তারই প্রতফিল দেওয়া হচ্ছো।"[সূরা ইউনুস, ১০:৫২] তিনি আরও বলেন: "তোমরা ততোমাদের কৃতকর্মের জন্য চরিস্থায়ী শাস্তিভোগ করত থাক।"[সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:১৪]

এভাবে বুবলে একজন মুসলমি সঠিক পথে তার প্রথম পদক্ষেপে ফলেতে পারবে। সে তার জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহর পথে আমল করা ছাড়া নষ্ট করবে না। একই সময়ে সে তার রবের প্রতি বিনয়ী থাকবে এবং উপলব্ধি করবে যে, তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও জমিনের নিয়ন্ত্রণ। তখন সে সার্বক্ষণিক তাঁর কাছে ভিখারি হয়ে থাকা ও তাঁর তাওফিকপ্রাপ্তির প্রয়োজন অনুভব করবে।

আমরা আল্লাহতাআলার কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য হদ্যেতেপ্রাপ্তি এবং সকল ভাল কর্মের তাওফিক প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।